১০

“মণ্ডলী” কি?

অন্য দেশের একজন লোক দীর্ঘ ভ্রমণের জন্য আমেরিকাতে যেতে চাইলেন। কঠোর পরিশ্রমে ইংরেজি শিখে মনে করলেন যে সে এখন ভ্রমণের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রস্তুত। সে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সেই আমেরিকা ভ্রমণ করলেন, তিনি সেখানে পৌঁছানোর পরে তাহার ইংরেজি শিক্ষা পরীক্ষার সম্মুখীন হল। তিনি ছোট একটি মুদির দোকানে গেলেন কিছু জিনিস ক্রয় করতে। কাউন্টারে তাকে বলা হল কত তাহাকে পরিশোধ করতে হবে। তিনি তাহার পকেটে হাত দিয়ে টাকা বের করলেন, সঠিক পরিমাণ গুনলেন এবং দিয়ে দিলেন, কেরানীকে। তিনি থলেতে তাহার মালামাল ভরে নিলেন এবং বের হওয়ার জন্য রওনা হলেন। যখনই তিনি দরজা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিলেন ভদ্রভাবে কেরানী তাকে বললেন, “কাম ব্যাক (অর্থাৎ আবার আসবেন)!” সেই অতিথি ক্রেতা থমকে দাঁড়ালেন, ফিরলেন এবং কাউন্টারে ফিরে এলেন। কেরানী বললেন, “আমি কি আপনাকে সাহায্যে করতে পারি?” একটু দ্বিধান্বিত হয়ে লোকটি বললেন, “আপনি আমাকে আবার আসতে বললেন যে!”

লোকটি একটা সাধারণ ভাব প্রকাশ যাহার অর্থ হল, “এখানে বাজার করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ; আশাকরি শীঘ্রই আপনাকে সেবা করার জন্য পুনরায় সুযোগ দিবেন” উহাকে তিনি সত্যিকার অর্থে ধরে নিলেন। কেরানীর বলা কথার অর্থ সহজে বুঝতে না পারার ফল হল একে অপরের সাথে সঠিক ভাবের আদান প্রদান করতে না পারা।

আমাদের প্রত্যেকেরই তাহার মত একই ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। যে সমস্ত শব্দ আমাদের কাছে বলা হয় সেই সকল শব্দ আমরা জানি, কিন্তু আমরা বুঝি না যে, ঐ সকল শব্দ বক্তা কিভাবে ব্যবহার করেছেন। আমরা শব্দ বুঝি কিন্তু যে অর্থ বোঝানো হয়েছিল তাহা সঠিকভাবে বুঝতে ভুল করি।

এটা আপনি যে ভাবেই গ্রহণ করুন না কেন, ভাবের বিনিময় কঠিন। বক্তার এবং শ্রোতার, ভাব বিনিময়ের জন্য উভয়ের প্রচুর চেষ্টা থাকতে হবে।

আসুন বাইবেল সম্পর্কে এই ভাব বিনিময় বিষয়টা ব্যবহার করি। বাইবেল এবং আমাদের মধ্যকার যথার্থ ভাব বিনিময় করতে হলে, যে সকল বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে আমরা শুধুমাত্র তাহা শ্রবণ করব তাহা নয়, কিন্তু আমাদের বুঝতে চেষ্টা করতে হবে যে কোন অর্থে আত্মিক লেখকগণ উক্ত শব্দ গুলি বাছাই করে তাহারা ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ হল আমাদের অবশ্যই অনেক চেষ্টা করতে হবে যেন যেভাবে বাক্যে ঐ সকল শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে তাহা বুঝতে পারি। ঈশ্বরের সাথে সততা আমাদের বাধ্য করায় যেন আমরা তাঁহার বার্তায় কোন ধরনের অর্থ তিনি প্রকাশ করতে চান তাহা অবশ্যই অনুসন্ধান করি।

“মণ্ডলী” শব্দটা আমাদের সকলের কাছে পরিচিত। ঈশ্বর এই শব্দ সম্পর্কে বেশ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন তাঁহার বাক্যের দ্বারা। এই শব্দ সম্পর্কে ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যে ভাব আদান প্রদানের জন্য, আমাদের অবশ্যই বাইবেলের জগতে যেতে হবে এবং শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা দেখতে হবে, এবং যে ভাবে যীশুর দ্বারা ব্যবহার করা হয়েছে; প্রেরিতগন এবং অন্যান্য আত্মিক লেখকগন যে ভাবে উহা ব্যবহার করেছেন, যাহারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা বাইবেল লিখেছেন।

“মণ্ডলী” কি? বিভিন্নভাবে নতুন নিয়মের মধ্যে ২৭ খানা

পুস্তকের[1] ১৭ খানা পুস্তকে এই শব্দটা ১১৪ বার[2] ব্যবহার করেছে, তাহা আমাদের সাথে কি ধরনের ভাবের বিনিময় করে? যখন যীশু মণ্ডলী স্থাপন করেন, তখন তিনি কি তৈরি করেছেন?

একটি আধ্যাত্মিক দেহ

প্রথমে আমাদের চিনতে হবে যে মণ্ডলী হল আধ্যাত্মিক দেহ, খ্রীষ্টের নিজের আধ্যাত্মিক দেহ।

মণ্ডলী শব্দটির সাথে আমাদের মনে একটি চিত্র আসে, আর তা হল জাগতিক একটি ঘর যাহার মধ্যে উপাসনা করা হয়। এই অর্থে নতুন নিয়মের ঐ শব্দটি কখনই ব্যবহৃত হয় নাই, যদিও এই মতামত অনুভূত হয়।

বাক্যে "মণ্ডলী" শব্দটি দ্বারা তাহাদেরকে বোঝানো হয় যাহারা খ্রীষ্টের সু-সমাচারে সাড়া দিয়েছে এবং খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা উদ্ধার পেয়েছে, সকলে একত্রে একস্থানে একত্রিত হয়েছে, স্থানীয় এবং বিশ্ব ব্যাপী।

প্রথমত, উদ্ধার প্রাপ্তগণ যাহারা সমবেত হয়ে থাকেন অথবা একত্রিত হয়ে উপাসনা করেন তাহাদেরকে "মণ্ডলী" বলা হয়। যেমন পৌল করিন্থীয় মণ্ডলীকে ভৎর্সনা করেছিলেন তাহাদের একতার অভাবের জন্য যখন তাহারা একত্রিত হত, তিনি সেখানে তাহাদের উদ্দেশ্যে "মণ্ডলী" শব্দটি ব্যবহার করেছেন উক্ত খ্রীষ্টিয়ানদের সমবেত হওয়াকে বুঝাতে। তিনি বলেছিলেন, "... যখন তোমরা মণ্ডলীতে সমবেত হও, তখন তোমাদের মধ্যে দলাদলি হইয়া থাকে, ..." (১করি ১১:১৮)।

পরবর্তী বিষয়, "মণ্ডলী" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে স্থানীয় উদ্ধার প্রাপ্তদের সমবেত হওয়াকে বুঝাতে। করিন্থীয়তে উদ্ধার প্রাপ্তদের একদা অভিহিত করা হয়েছে, "ঈশ্বরের মণ্ডলী যাহা করিন্থে" বলে (১করি

[1]Ethelbert W. Bullinger, *A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament* (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1975), 153.

[2]Ibid. "মণ্ডলী" শব্দটি মার্ক, লুক, যোহন, ২তীমথিয়, তীত, ১ম ও ২য় পিতর, ১ম ও ২য় যোহন, অথবা যিহুদা পুস্তকে ব্যবহৃত হয় নাই।

১:২)।

অধিকতর "মণ্ডলী" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে পৃথিবী ব্যাপী সকল উদ্ধার প্রাপ্তদের একত্রে বোঝাতে। পৌল মণ্ডলীকে বিশ্বব্যাপী মণ্ডলী হিসেবে ব্যবহৃত করেছিলেন যখন তিনি বলেছেন, "কেননা স্বামী স্ত্রীর মস্তক, যেমন খ্রীষ্টও মণ্ডলীর মস্তক; তিনি আবার দেহের ত্রাণকর্তা" (ইফি ৫:২৩)।

আসুন এই "মণ্ডলী" শব্দটি বিস্তারিত ভাবে প্রেরিতদের কার্য্য বিবরণীর ঘটনা দিয়ে আলোচনা করি। পঞ্চাশত্তমীর দিনে অনেক দেশি এবং বিদেশী জনতা (প্রেরিত ২:১-৪) বাহ্যিক চিহ্ন দেখেছিলেন পবিত্র আত্মার অবতারণের দ্বারা এবং প্রেরিতদের ঘিরে ছিলেন কি ঘটে তাহা দেখার জন্য। সকলের সম্মুখে যখন পিতর প্রচার করলেন, তিনি বুঝাতে পেরেছিলেন যে যীশু ছিলেন প্রভু এবং উদ্ধারকর্তা উভয়ই (প্রেরিত ২:৩৬)। আত্মার যন্ত্রণায় অনেকেই উচ্চ স্বরে বলেন, "আমরা কি করিব?" (প্রেরিত ২:৩৭বি)। যেহেতু তাহাদের বিশ্বাস তাহাদের উচ্চ স্বরে বলতে বাধ্য করল, পিতরের এই বলার প্রয়োজন হয় নাই যে তোমরা বিশ্বাস কর, কিন্তু তাহারা যাহা করে নাই তাহা বলার প্রয়োজন ছিল- পাপ ক্ষমার জন্য মন ফিরাও এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ কর (প্রেরিত ২:৩৮)। তিন হাজার লোক সেদিন আনন্দে পরিত্রাণের পথ গ্রহণ করল, মন পরিবর্তন করল এবং পাপ ক্ষমার জন্য বাপ্তিস্ম নিয়েছিল (প্রেরিত ২:৩৮,৪১)।

দেখুন ঐ দিন যাহা ঘটেছিল তাহার ব্যাখ্যা লূক কিভাবে দিয়েছিলেন। প্রথমে তিনি বর্ণনা করলেন সেই ভাবে যেভাবে তাহারা পরিবর্তিত হয়েছিলেন (প্রেরিত ২:৪১)। যাহারা প্রভুর বাক্যে বাধ্য হয়েছিলেন তাহাদের প্রভুর মণ্ডলীতে পরিণত করলেন। তাঁহার সহভাগিতার সাথে অংশীদার- একটি দল। দ্বিতীয়ত, লূক তাহাদের নতুন ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। নতুন জীবনে ঈশ্বরের প্রতি ছিল তাহাদের নতুন ধরনের ব্যবহার (প্রেরিত ২:৪২)। এই উদ্ধার প্রাপ্ত সকলে ঈশ্বরের উপাসনা করতেন এবং প্রেরিতদের কাছ থেকে আধ্যাত্মিক নির্দেশনা পেতেন। একে অপরের প্রতি নতুন স্বভাবে তাহারা এক নতুন জীবন পেয়েছিলেন (প্রেরিত ২:৪৪,৪৫)। তাহারা

একে অপরের যত্ন নিতেন, বহন করে, সহভাগিতা করে, সেবা করে- একে অপরের বোঝা বহন করে, সহভাগিতায় এবং একে অপরের প্রতি লক্ষ্য রেখে। পরে এই বিশ্বাসীদের সমষ্টিগত ভাবে "মণ্ডলী" হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে (প্রেরিত ৫:১১)।

এই পরিত্রিতগন, একদা যিরূশালেমে উপাসনার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছিলেন, উহারা "মণ্ডলী" ছিলেন (একত্রিত হওয়া অর্থে)। যিরূশালেমের সকল পরিত্রিত লোকদের একত্রে "যিরূশালেম মণ্ডলী" বলে অভিহিত করা যায় (মণ্ডলী স্থানীয় অর্থে)। মণ্ডলী বৃদ্ধি পেতে থাকল এবং সর্বস্থানে ছড়িয়ে পড়তে থাকল, ঐ সময়ে পৃথিবীর পরিত্রিত সবাইকে এই বলে অভিহিত করা যাবে; "যখন যীশু পুনরায় আসবেন, তখন তিনি তাঁহার মণ্ডলীকে গ্রহণ করবেন (মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী অর্থে) এবং ইহাকে স্বর্গে তুলে নিবেন।"

একটি জীবন্ত অবয়ব (দেহ)

দ্বিতীয়ত, মণ্ডলীকে আমাদের একটি অবয়ব হিসেবে দেখতে হবে- জীবন্ত দেহ।

কিছু লোকে পরিত্রাণ প্রাপ্তদের "মণ্ডলীকে" প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করেন, কোন একটি মানুষের ক্লাব হিসেবে। তাহারা ইহাকে মনে করেন এমন কোন কিছু যাহাতে কোন একজন যুক্ত বা প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ হয়ে থাকেন; এর অধিক কিছু নয়।

পরিত্রাণ প্রাপ্তদের সমষ্টি হিসেবে মণ্ডলী হল জীবন্ত দেহ, মানুষের প্রতিষ্ঠান নয়। যে মণ্ডলী যীশু প্রতিষ্ঠা করেছেন তাই জীবন্ত এবং স্পন্দনশীল, ঐশ্বরিক প্রাণ চাঞ্চল্য এবং আশীর্বাদের দ্বারা; এটা কোন একদল মানুষের দ্বারা তৈরি নয় যাহা মানুষের জ্ঞান দ্বারা শক্তি প্রাপ্ত, পরিকল্পিত, এবং কার্যকরী হয়েছে।

পৌল করিন্থীয় মণ্ডলীকে মন্দির, পবিত্র স্থান, অথবা ঈশ্বরের আবাস স্থান বলে বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি ১করি ৩:১৬ পদে

বলেছেন[3], "তুমি কি জান না যে, তোমরা ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে বাস করেন?" পরে ১করি ৬:১৯,২০ পদে, পৌল প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানদেরকে এককভাবে ঈশ্বরের মন্দির হিসেবে চিত্রায়িত করেছেন যখন তিনি ব্যভিচারকে মানব দেহের বিরুদ্ধে পাপ হিসাবে দোষারোপ করেন। ১করি ৩:১৬ হল মণ্ডলীকে উদ্দেশ্যে করে, প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানকে[4] নয়। পৌল উহাকে সঠিক ভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে ঈশ্বর তাঁহার লোকদের মাঝে বসবাস করেন। তিনি তাঁহার প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বসবাস করেন একক ভাবে (১করি ৬:১৯,২০) এবং সমষ্টিক ভাবে (১করি ৩:১৬)। পুরাতন নিয়মের সময়ে, প্রান্তরে অবস্থান সময়ে, ঈশ্বরের আবাস স্থান ছিল সমাগত তাবুতে এবং পরে যিরূশালেমের মন্দিরে; কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান যুগে, পৌলের অনুসারে, ঈশ্বর তাঁহার মণ্ডলীতে বাস করেন, তাঁহার লোকদের মাঝে।

মণ্ডলীকে জীবন্ত ঘরের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। ইফিষীয় খ্রীষ্টিয়ানগন যাহাতে পরিণত হয়েছিলেন, পৌল তাহা বর্ণনা করতে যে উদাহরণ দিয়েছিলেন, তাহাতে তিনি বলেছিলেন যে তাহারা একটি গৃহ গঠন করেছে যাহা খ্রীষ্টিয়ানদের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে এবং উহা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে ছিল। পৌল বলেছেন, "তাঁহাতেই প্রত্যেক গাঁথনি সুসংলগ্ন হইয়া প্রভুতে পবিত্র মন্দির হইবার জন্য বৃদ্ধি পাইতেছে; তাঁহাতে আত্মাতে ঈশ্বরের আবাস হইবার নিমিত্ত তোমাদিগকেও একসঙ্গে গাঁথিয়া তোলা হইতেছে" (ইফি ২:২১,২২)। যে গৃহের কথা তিনি বলেছেন তাহা প্রেরিতদের এবং ভাববাদীদের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে খ্রীষ্ট নিজে হলেন প্রধান প্রস্তর। গৃহের কাঠামো খ্রীষ্টিয়ানদের দ্বারা তৈরি। এই গৃহের কোন ছাউনি বা ছাদ নেই;

[3]গ্রীক ভাষায় "মন্দির" এর জন্য দুটি শব্দ রয়েছেঃ *naos* এবং *hieron*. এই স্থানে "মন্দির" বুঝাতে পৌল *naos* ব্যবহার করেছেন, *hieron* নয়। *Naos* শব্দটি যথাযথ ভাবে মন্দির অর্থাৎ ধর্মধামকে বুঝিয়েছে- মন্দিরের ঘরটিকে নয়, একই ভাবে *hieron* শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয়। পৌল নির্দিষ্ট করে তুলে ধরেছেন খ্রীষ্টের দেহ হল ঈশ্বরের বাসস্থান।

[4]এই বাক্যে "তোমরা" দ্বিতীয় পুরুষ বহু বচন হিসেবে গ্রীক টেক্সট ব্যবহৃত হয়েছে, একদল লোকের উদ্দেশ্যে, একক ব্যক্তিকে নয় যেমন ১করি ৬:১৯,২০ পদে ব্যাবহৃত হয়েছে।

মানুষ যেভাবে সু-সমাচারের বাধ্য হয়ে উহাতে যুক্ত হয় সেই ভাবে উহা ক্রমাগত উপরের দিকে উন্নীত হয়ে বৃদ্ধি পাইতেছে।

মণ্ডলী, অতঃপর, একটি প্রতিষ্ঠান নয়- ইহা জীবন্ত দেহ যেখানে ঈশ্বরের আত্মা বাস করেন। ইহা হল একটি খ্রীষ্টিয়ানদের দেহ যাহারা ঈশ্বরের জীবনের সাথে জীবিত এবং যাহারা ঈশ্বরের আত্মার আবাসস্থান সৃষ্টি করেন। আপনি বলতে পারেন মণ্ডলী হল ঈশ্বরের জাগতিক আবাসস্থল।

একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক

তৃতীয়ত, মণ্ডলীকে খ্রীষ্টের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক হিসেবে দেখতে হবে।

জাগতিক দিক দিয়ে, মণ্ডলীতে সদস্য পদ সহজ ভাবে মনে হবে যেন, একদল লোকের সাথে, যাহারা এই মণ্ডলী গঠন করেছে, তাহাদের সাথে বিশেষ এক সম্পর্কে প্রবেশ করা। যাই হোক, মণ্ডলী সম্পর্কে এই ধারণা হল, একটি বিশেষ সত্য সম্পর্কে ভুল করা। মণ্ডলীর মধ্যে আছে একটি অপরিহার্য্য, অন্তরঙ্গ, চলমান সম্পর্ক; এবং ঐ সম্পর্কের কেন্দ্রে থাকবে যীশুর সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক।

যীশুর সাথে মণ্ডলীর যে চলমান সম্পর্ক আছে তাহা এতই অন্তরঙ্গ যে উহাকে দেহ/মস্তক সম্পর্কের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। খ্রীষ্টিয়ানগন হলেন দেহ, এবং যীশু হলেন মস্তক। ঈশ্বর মণ্ডলীকে খ্রীষ্টের আধ্যাত্মিক দেহ তৈরি করেছেন, বর্তমানে পৃথিবীতে খ্রীষ্টের অদৃশ্য দেহের দৃশ্যমান অংশ। যখন তিনি এই পৃথিবীতে ছিলেন, নিশ্চিত ভাবে তখন প্রভুর একটি জাগতিক দেহের প্রয়োজন ছিল যাহার দ্বারা তাঁহার পরিত্রাণের কার্য্য এই জগতে সম্পন্ন করতে পারেন, আর এখন তাঁহার একটি আধ্যাত্মিক দেহের প্রয়োজন যাহাতে তাঁহার উদ্ধার কার্য্যের ফল যেন সকলের কাছে সর্বত্র প্রাপ্তি সাধ্য হয়। পঞ্চাশত্তমীর দিনে যীশুর মৃত্যু হতে পুনরুত্থানের পঞ্চাশ দিন পরে, মণ্ডলী গঠন করার জন্য পবিত্র আত্মা প্রেরণ করেছিলেন, যাহা

ছিল খ্রীষ্টের আধ্যাত্মিক দেহ। সেই দিন হতে আজ পর্যন্ত, প্রত্যেক উদ্ধার প্রাপ্ত ব্যক্তি, তাহার উদ্ধার পাবার সময়, ঐ দেহের সাথে ঈশ্বরের অমায়িক কৃপায় যুক্ত হয়।

অতএব, ঈশ্বরের নিঃশ্বসিত লেখকগণ নতুন নিয়মের মণ্ডলীকে সাধারণ ভাবে খ্রীষ্টের দেহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন (ইফি ১:২১-২৩; ৫:২৩)। যাহারা খ্রীষ্টের সু-সমাচারে বাধ্য হয়ে থাকেন, তাহারা খ্রীষ্টের দেহে পরিণত হয়ে থাকেন, এবং সত্যিকার ভাবে এই জগতে তাঁহার দেহ হিসেবে কাজ করেন, মস্তক দ্বারা পরিচালিত হয়ে, আর সেই মস্তক হলেন খ্রীষ্ট নিজেই। এটা এতই সত্য যে, যখন কেহ বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন, নতুন নিয়ম নির্দিষ্ট করে এই বলে যে, তিনি খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে বাপ্তিস্ম নিয়েছেন (রোমীয় ৬:৩; গালাতীয় ৩:২৭) অথবা দেহে (১করি ১২:১৩)।

মণ্ডলীর সাথে যীশুর এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে, যে সম্পর্কের মধ্যে যে কেহ এই পৃথিবীতে প্রবেশ করতে পারেন। মণ্ডলী হল খ্রীষ্টের পূর্ণতা, কারণ তাঁহার দেহ হল তাঁহার পূর্ণতা যিনি সর্ব বিষয়ে সমস্ত পূর্ণতা দেন (ইফি ১:২৩)। খ্রীষ্ট হলেন মণ্ডলীর পূর্ণতা, তাঁহার লোকেরা তাঁহাতেই সম্পন্ন হয় (কল ২:১০)। মণ্ডলী, তাঁহার দেহ, খ্রীষ্ট বিহীন উহা অসম্পূর্ণ (কলসীয় ১:২২)। একই ভাবে, খ্রীষ্ট, মস্তক, তাঁহার দেহ অর্থাৎ মণ্ডলী বিহীন অসম্পূর্ণ (কলসীয় ১:১৮)। মণ্ডলীর মস্তকের যাহা আছে তাহা মণ্ডলীর, এবং যাহা মণ্ডলীর আছে তাহা খ্রীষ্টের, উহার মস্তক। তাঁহার মণ্ডলী হিসেবে, খ্রীষ্টিয়ানগন প্রতিনিয়ত এবং ক্রমাগতভাবে যীশুর সাথে অংশীদারিত্ব রক্ষা করে আসছে। যাহারা খ্রীষ্টেতে আছেন তাহারা খ্রীষ্টিয়ানত্বের প্রবক্তা নয়; তাহারা খ্রীষ্টের অধিকারী। যাহারা তাহার দেহের অংশীদার তাহাদের জন্য খ্রীষ্টের পূর্ণতার স্রোত উন্মুক্ত।

ইফিষীয় ৫ অধ্যায়ে পৌল মণ্ডলীর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তিনি উহার সাথে খ্রীষ্টের সম্পর্ককে তুলনা করেছেন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক দিয়ে, যেখানে স্বামী হলেন খ্রীষ্ট এবং স্ত্রী হলেন মণ্ডলী। তিনি এই সম্পর্ককে প্রথমত নীতি হিসেবে তুলে ধরেছেন। খ্রীষ্ট মণ্ডলীর

মস্তক যেমন স্বামী তাহার স্ত্রীর মস্তক (ইফি ৫:২৩)। পরবর্তীতে তিনি ঐ সম্পর্ককে দায়িত্ব বা করনীয় হিসেবে দেখিয়েছেন। যেমন স্ত্রী সর্ব বিষয়ে তাহার স্বামীর অধীনস্থ, একই ভাবে মণ্ডলী খ্রীষ্টের অধীনস্থ। যীশুকে ইহার মস্তক, দলপতি এবং পথপ্রদর্শক হিসেবে দেখা যায় (ইফি ৫:২৪)। চূড়ান্ত ভাবে, উদ্দেশ্য হিসেবেও পৌল এ সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। স্বামী তাহার স্ত্রীকে যেমন ভাবে প্রেম করবে, খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে ঠিক সেইভাবে প্রেম করেন এবং এই দেহকে প্রস্তুত করেন, বিশ্বাসীদের সকলকে তাঁহার সাথে অনন্তকাল বসবাসের জন্য প্রস্তুত করেন (ইফি ৫:২৫-২৭)।

নতুন নিয়মের মণ্ডলী, উহার কেন্দ্রে, খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্ক আছে। উহা লোকদের সাথে সম্পর্কের সূত্রপাত করে না বরং উহা অন্য খ্রীষ্টিয়ানদের সাথে সম্পর্কের তাৎক্ষনিক ফল, মণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যদের সাথে, এমনকি একই পিতার সন্তান একে অপরের সাথে যেমন সম্পর্কিত হয় তেমন। খ্রীষ্টের দেহের সদস্যগণ একে অপরের সদস্য, কিন্তু প্রথমত এবং একমাত্র, মণ্ডলী হল খ্রীষ্টের দেহ। খ্রীষ্টের মণ্ডলীর সদস্য হতে আমাদেরকে খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্কে সম্পর্কিত হতে হবে, এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক এবং এক বিশেষ সম্পর্ক যাহাতে আমরা তাঁহার অংশ যেমন দেহ হল মস্তকের অংশ।

উপসংহার

অধিকাংশই, "মণ্ডলী" শব্দের সঠিক অর্থ সম্পর্কে দ্বিধায় আছেন। এই দ্বিধা সন্দেহ থাকার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ বাইবেলে উহার অর্থ পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ আছে।

"মণ্ডলী" কি? ইহা আধ্যাত্মিক দেহ, যাহারা সু-সমাচারে বাধ্য হয়েছে তাহাদের নিয়ে সৃষ্ট, যাহারা তাঁহার লোক হয়েছেন, এবং কোন নির্দিষ্ট এলাকায় যাহারা তাঁহার লোক হিসেবে উপাসনা এবং কার্য্য করে থাকেন। তাহারা তাঁহার নাম পরিধান করেন এবং তাহারা এই জগতে তাঁহার আধ্যাত্মিক দেহ। সর্ব বিষয়ে তাহারা

খ্রীষ্টের গৌরব করেন। এই আধ্যাত্মিক দেহ হল জীবন্ত দেহ যাহাতে জীবন্ত ঈশ্বরের আত্মা বাস করে। মণ্ডলীর সাথে সম্পৃক্ত হবার অর্থ এই নয় যে, তাহারা মানুষের তৈরি কোন প্রতিষ্ঠানের অংশীদার অথবা একটি দলের মধ্যে সদস্য পদ প্রাপ্ত হয়েছে। ইহার অর্থ হল খ্রীষ্টের সাথে চলমান অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকা।

মণ্ডলী, খ্রীষ্টের দেহ, বিশ্বাসের মাধ্যমে উহাতে প্রবেশ করতে হয়। এই বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে মন পরিবর্তন (প্রেরিত ১৭:৩০,৩১), যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে স্বীকার করন (রোম ১০:১০), এবং খ্রীষ্টে বাপ্তিস্ম গ্রহণ (রোমীয় ৬:৩; গালা ৩:২৭)। বাপ্তিস্মের সময়ে, পাপ ধৌত হয়ে যায় এবং তাহার নতুন জন্ম সম্পন্ন হয়, তিনি খ্রীষ্টের দেহের অংশী হয়ে থাকেন (প্রেরিত: ২:৩৮,৪১,৪৭; ২২:১৬; ১করি ১২:১৩)।

নতুন নিয়মের মণ্ডলী কোন সাম্প্রদায়িক মণ্ডলী নয়। সাম্প্রদায়িক মণ্ডলী মানুষের সৃষ্ট; নতুন নিয়মের মণ্ডলীর নকশা, সৃষ্টি, বসবাস, এবং রক্ষা করেন প্রভু নিজেই। সাম্প্রদায়িক মণ্ডলী জগতের মধ্য থেকে এসেছে মানুষের মাধ্যমে; নতুন নিয়মের মণ্ডলী স্বর্গ হতে, ঈশ্বরের নিকট থেকে এসেছে। মণ্ডলী খ্রীষ্টের- উহা তাঁহার নাম পরিধান করে, একত্রিত হয় তাঁহার উপাসনার জন্য, পৃথিবীতে তাঁহার কার্য্য সাধন করে, এবং তাঁহার আত্মা দ্বারা বাস করে। ("নতুন নিয়মের মণ্ডলী" নামের ছকটি দেখুন 178 পৃষ্ঠায়।)

সকলেই তাঁহার মণ্ডলীতে প্রবেশের জন্য আহূত হয়েছে তাঁহার পরিত্রাণের শর্তের উপরে ভিত্তি করে (প্রকা: ২২:১৭) এবং এই জগতে তাঁহার মণ্ডলী হিসেবে জীবন যাপন করতে।

অধ্যয়ন সহায়ক প্রশ্নাবলী

(উত্তর পাওয়া যাবে 283 পৃষ্ঠায়)

১। বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ সমূহের মধ্যে "মণ্ডলী" শব্দ এবং অনুরূপ অন্য শব্দ কিভাবে পবিত্র আত্মা ব্যবহার করেছেন তাহা জানা আমাদের জন্য কত প্রয়োজন?

২। নতুন নিয়মে "মণ্ডলী" শব্দটি কত ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে আলোচনা করুন?

৩। মণ্ডলী হল ঈশ্বরের মন্দির। আজকে ইহা খ্রীষ্টিয়ানদের জীবনে কতটুকু অর্থ বহন করে? মণ্ডলীর এই নাম কি দেখায় যে, উহার সদস্যগনকে কিভাবে জীবন যাপন, কর্ম এবং উপাসনা করতে হবে?

৪। মণ্ডলী কি অর্থে একটি "জীবন্ত" গৃহ?

৫। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক দিয়ে কিভাবে যীশুর সাথে মণ্ডলীর সম্পর্কের ব্যাখ্যা করা হয়েছে?

৬। খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে কিভাবে একজন প্রবেশ করতে পারে তাহার বর্ণনা করুন।

৭। কি অর্থে মণ্ডলী বিশেষভাবে একমাত্র খ্রীষ্টেরই?

বাক্য সহায়ক শব্দাবলী

সাম্প্রদায়িকঃ কতগুলি ধর্মীয় মণ্ডলী কোন নির্দিষ্ট একটি নামে যাহা বাইবেলে পাওয়া যাবে না, নির্দিষ্ট কতগুলি বিশ্বাসের সমন্বয়ে একত্রীভূত হয় এবং কোন এক কাউন্সিল দ্বারা পরিচালিত হয়। *যেহেতু কোন সাম্প্রদায়িকতা বাইবেলের নতুন নিয়মে পাওয়া যায় না, সেহেতু উহা বাইবেলের শব্দ নয়।*

সহভাগিতাঃ ইচ্ছা, আদর্শ অথবা অভিজ্ঞতা অন্যের সাথে ভাগাভাগি করে নেয়া; ঐ প্রেম যাহা খ্রীষ্টিয়ানদের হৃদয়ে একে অপরের জন্য পরিপূর্ণ হয়ে থাকে।

ব্যভিচারঃ যৌন পাপ; বিবাহ না করে কোনভাবে যৌন সম্পর্ক করা।